



Summary (Bangla)

Towards a Transformed and Revitalized Trade and Economic Partnership with the EU: Issues and Priorities for Bangladesh



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**
Bangladesh



Research and Policy Integration for Development (RAPiD)

House:18(Flat:504) Road:101, Gulshan 2, Dhaka-1212; Bangladesh

Phone: +880-1711287444, Email: info@rapidbd.org

Website: www.rapidbd.org | www.facebook.com/rapidonfb

Towards a Transformed and Revitalized Trade and Economic Partnership with the EU: Issues and Priorities for Bangladesh

গবেষণা সারসংক্ষেপ

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন: বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগী

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫২ বিলিয়ন ডলার যেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে রপ্তানি হয়েছে ২৩ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭টি দেশ বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৪৫ শতাংশ এবং পোশাক রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি দখল করে আছে। এসব দেশ থেকে বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানির ৯০ শতাংশের বেশি আসে পোশাক খাত থেকে।

রপ্তানির পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের উন্নয়ন সহায়তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং দেশগুলো থেকে ২.৩ বিলিয়ন ডলার উন্নয়ন সহায়তা (official development assistance - ODA) পেয়েছে, যা একই সময়ের মোট উন্নয়ন সহায়তার প্রায় ১০ শতাংশ। ২০১৯ সাল থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ২৪৭ মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দিয়েছে। এছাড়াও রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট ও করোনা মহামারীর অভিঘাত মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বিগত পাঁচ বছরে (২০১৭-২০২১), ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে নেট বিনিয়োগ এসেছে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার, যা একই সময়ের মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের এক-চতুর্থাংশ। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ইইউর বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের ১২ শতাংশের বেশি ছিল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাড়ানোর অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশ তার প্রকৃত রপ্তানি সম্ভাবনার মাত্র ৬০ শতাংশ কাজে লাগাতে পারছে। এই বাজারে বাংলাদেশের অতিরিক্ত ১৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির সুযোগ এখনও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। পোশাক শিল্পের জন্য এই অব্যবহৃত রপ্তানির সম্ভাবনার পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন ডলার। কম উৎপাদনশীলতা আর পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্যের অভাবে এই বাজারের বাকি অংশ অধরা থেকে যাচ্ছে।

বিগত দশকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের হিস্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের অংশ ৯ শতাংশ থেকে প্রায় ২০ শতাংশে পৌঁছেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারের আকার ৬.৩ ট্রিলিয়ন ডলার যা বৈশ্বিক আমদানির ৩০ শতাংশের সমান। এই বাজারে পোশাকের অংশ ১৮০ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বব্যাপী পোশাক আমদানির ৪০ শতাংশেরও বেশি। এই বিশাল বাজার বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি আয় বাড়ানোর অনেক সুযোগ করে দিবে।

এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী রপ্তানি বাণিজ্য এবং শুল্ক মুক্ত বাজার সুবিধা

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহ অন্যান্য রপ্তানি বাজারে যে সব অগ্রাধিকারমূলক শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা

পেয়ে আসছে তা পরিবর্তন হবে। ২০২৬ সালের এলডিসি উত্তরণের পরপরই কানাডা, চীন, ভারত ও জাপানের বাজারে জিএসপি সুবিধা পরিবর্তন বা স্থগিত হয়ে যাবে। তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। এলডিসি থেকে উত্তরণের পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বর্তমান সুবিধা পাবে। উত্তরণের পর একটি দেশ শুল্ক মুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারের জন্য ইইউর জিসপি+ প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রস্তাবিত জিসপি (২০২৪-৩৪) নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশ পোশাক শিল্প খাত আগের মত বাণিজ্য সুবিধা আর পাবে না। অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে জিসপি+ সুবিধা পাওয়া নির্ভর করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন সমূহ জাতীয় আইন কাঠামোর মধ্যে সমন্বিত করা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তি

প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তি বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে ব্যাহত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) কথা ধরা যাক। ২০২০ সালের অগাস্ট মাস থেকে এই চুক্তি কার্যকর হয়েছে। চুক্তির অধীনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ক্রমাগত ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানির উপর শুল্ক প্রত্যাহার করবে। একই সময়ে, এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং তিন বছরের ট্রানজিশনের পর বাংলাদেশ নতুন ইইউ জিএসপি প্রস্তাব (২০২৩-৩৪) এর অধীনে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হবে। ফলে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক রপ্তানির উপর শুল্কের পরিমাণ বর্তমানে শূন্য থেকে বেড়ে ২০২৯ সালে ১২ শতাংশ হবে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রিন ডিল ও কার্বন ট্যাক্স

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গ্রিন ডিলের অধীনে ২০৫০ সালের মধ্যে একটি কার্বন-নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হতে চায়। এর অংশ হিসাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমদানিকৃত পণ্য উপর কার্বন ট্যাক্স আরোপ করবে (carbon border adjustment mechanism - CBAM)। কার্বন ট্যাক্সের লক্ষ্য হল কার্বন নির্গমন হ্রাস করার মাধ্যমে দেশীয় খাতের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রক্ষা করা এবং বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ কমানো।

২০০৫ সাল থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ কার্বন বাজার চালু আছে। জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সিবিএএম কার্যকর হবে। ইউরোপিয়ান কমিশনের মতে, সিবিএএম প্রাথমিকভাবে কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী এমন উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হবে, যেমন, সিমেন্ট, লোহা এবং ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, সার এবং বিদ্যুৎ। ইউরোপিয়ান সংসদ অন্যান্য খাত অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। সুতরাং এটা প্রত্যাশিত যে সিবিএএমের অধীনে অন্যান্য আমদানি পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে যা বর্তমানে এই মেকানিজম এর বাহিরে রয়েছে। বর্তমানে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশনের (এনডিসি) প্রতিশ্রুতি ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রবণতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। সিবিএএমের আওতায় কোন দেশে কার্বন বাজার থাকলে সেই দেশকে অনেক কম হারে কার্বন ট্যাক্স দিতে হবে। চীন ইতোমধ্যে কার্বন বাজার চালু করেছে। ভিয়েতনাম ও ভারত কার্বন বাজার চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং, কার্বন ট্যাক্স চালু হলে তা অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। যদি টেক্সটাইল এবং পোশাক খাতকে কার্বন ট্যাক্সের আওতায় আনা হয় তাহলে বাংলাদেশ এলডিসি পরবর্তী সময়ে শুল্ক বৃদ্ধির সাথে কার্বন ট্যাক্সের সম্মুখীন হবে, যা আমাদের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পরিবেশগত, সামাজিক ও অনুশাসন (Environmental, Social and Governance – ESG) কমপ্লায়েন্স

বিশ্ব বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত, সামাজিক ও অনুশাসন (Environmental, Social and Governance - ESG) কমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেয়া যায় প্রায় ৯০ শতাংশ ইউরোপীয় ভোক্তা দাবি করে যে ক্রয়কৃত পণ্যের স্বায়িত্ব তাদের ক্রয়ের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। দীর্ঘমেয়াদে তারা কোন উৎস থেকে পণ্য ক্রয় করবে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো।

পরিবেশগত এবং পরিচালনা বিধিসহ কারখানার কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে ফ্যাশন-ফার্ম এবং ব্যবসায়ীরা বেশ সতর্ক হচ্ছে। উদীয়মান পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ মূলত ইএসজি কমপ্লায়েন্সের উপর নির্ভর করবে। পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে আছে। তবে তৈরি পোশাক শিল্পের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মূলত ইএসজির সাথে সম্পৃক্তঃ যেমন অত্যধিক পানির ব্যবহার, দুর্বল শ্রমমান এবং অপরিষ্কার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে দূত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ না নিলে দেশের রপ্তানি সম্ভাবনা চাপের সম্মুখীন হবে।

বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানিকারকরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) আইন সমূহের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। সকল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য বিধিসমূহ মেনে চলছে কিনা তা কোম্পানিগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থার গ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। তাই বাংলাদেশ সহ ইইউ-বহির্ভূত দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ নির্দেশনা মানতে হবে। ইইউ বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি গন্তব্য এবং বিনিয়োগের একটি প্রধান উৎস। তাই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাপ্লাই চেইন আইন মেনে না চললে বাংলাদেশের রপ্তানি ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বাংলাদেশের করণীয়

- বাংলাদেশ ও ইইউ-এর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে অনুকূল বাজার প্রবেশাধিকারের শর্তাবলী সুরক্ষিত করার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে নিবিড় ভাবে আলাপ-আলোচনা ও দেন-দরবার চালিয়ে যেতে হবে।
- বর্তমান রপ্তানি বাজার প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের এর সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ চুক্তিতে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে জোরালোভাবে চেষ্টা করতে হবে।
- তবে ভবিষ্যতে ইইউর সাথে বাণিজ্য চুক্তি বা অন্যান্য বাণিজ্য সুবিধার জন্য, বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক কনভেনশন/স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ, বিনিয়োগ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নতি করতে একটি সময়বদ্ধ পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যিক।
- কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম ইইউর সাথে বাণিজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হতে চলেছে। তাই বাংলাদেশের উচিত রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সম্ভাব্য বিকল্প উপায় অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা হবে অভ্যন্তরীণ কার্বন বাজার প্রতিষ্ঠা এবং কার্বন হ্রাস নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া।
- পরিবেশ ও সামাজিক সুশাসন বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য একটি প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।



Research and Policy Integration for Development
www.rapidbd.org



Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bangladesh
<https://bangladesh.fes.de/>